যুগান্তর

তারিখ ... 29 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

মাধ্যমিকে সেমিস্টার পদ্ধতি

আগামী বৎসর হইতে দেশের মাধ্যমিক স্কুলে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করিতে যাইতেছে সরকার। তবে চলতি বৎসর হইতেই রাজধানীসহ দেশের বিশেষ কয়েকটি স্কুলে পাইলট প্রকল্পের আওতায় ঐ শিক্ষা কার্যক্রম চালুর আয়োজন চলিতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে ঢালিয়া সাজাইতে যে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর, তাহা শিক্ষিত সচেতন মানুষ ইতিমধ্যেই জ্ঞাত হইয়াছেন। পদ্ধতিটি কোথা হইতে আমদানি হইবে বা কাহাদের পদ্ধতি অনুসৃত হইবে তাহা সংবাদ প্রকাশের পর জানা গেল। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের আদলে প্রণীত হইয়াছে আমাদের মাধ্যমিক কারিকুলামের পাঠদান পদ্ধতি। এই পদ্ধতি চালু হইবে সেমিস্টার ব্যবস্থায়। তবে কারিকুলামে নূতন পাঠসূচি বা জ্ঞানার্জনের উপাদান থাকিবে, নাকি পুরাতন বা প্রচলিত পুস্তকই ব্যবহৃত হইবে, সেই সম্পর্কে কোন সংবাদ পত্রিকায় আসে নাই। ধারণা করা যায়, প্রচলিত পাঠসূচি বা পাঠক্রমই শুধুমাত্র সেমিস্টার পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হইবে। আমাদের মতে, প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে জ্ঞানার্জনের যথেষ্ট সুযোগ নাই। তাই শুধু বিদেশী পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই যে আমাদের শিক্ষার্থীরা একুশ শতকের প্রাযুক্তিক অগ্রযাত্রা-নির্ভর জ্ঞানে নিজেদের যুক্ত করিতে পারিবে, ব্যাপারটা এমন নয়। এই জন্য সেমিস্টার পদ্ধতির পাশাপাশি কারিকুলামও একুশ শতকের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বিষয়ভিত্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক (সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ) ৫০:৫০ হিসাবে বণ্টন করাই যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে পাঠ্যপুস্তকের নাড়ি-নক্ষত্র কোন শিক্ষার্থীর অধ্যয়নে না থাকিলে তাহার পক্ষে ভাল ফল করা সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়ত, স্কুলের হাতেই শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা শিক্ষকদের উপর অর্পিত হইলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, এই দেশে শিক্ষকদের কেহ কেহ নকল সরবরাহ করিতে গিয়া বহিষ্কৃতও হইয়াছেন। তবে যেহেতু শিক্ষাদান প্যাটার্ন পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, তাই শিক্ষকদের মানসিকতাও বদলাইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্যাট ও জিআরই'র মতো পাবলিক পরীক্ষা লইয়া শিক্ষার্থীদের স্তর করিবার পদ্ধতি মান-বিচারে নূতন চিন্তার খোরাকই কেবল যোগাইবে না, শিক্ষার্থীদের উৎসাহিতও করিবে। তবে স্কুলগুলির শিক্ষকদের মানোন্নয়ন, গ্রাম ও মফস্বল স্কুলের শিক্ষকদের মান এবং রাজধানীর নামি-দ্যাতনামা স্কুলের মানের মধ্যে যাহাতে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়, সেই ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধারণত পাইলট প্রকল্প বা মডেল প্রকল্পগুলোর মেয়াদ আরও একটু দীর্ঘ হইয়া থাকে। শিক্ষা বিষয়টি যেহেতু একটি মৌলিক অধিকার। অথচ এই দেশে বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা কোটি কোটি, তাই আমরা এই আশংকা করি যে, শেষে না উদ্যোগটা ভেস্তে যায়। রাজধানীসহ দেশের ৬৪টি জেলার জেলা স্কুল ও নামি স্কুলগুলির ষষ্ঠ হইতে নবম শ্রেণীতে একযোগে পাইলট প্রকল্প চালু করা গেলে তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের আয়োজনের সুফল অতি দ্রুত পৌঁছাইবে। বাছাই করা স্কুলের সংখ্যা ৫০টি না হইয়া শতটি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাবলিক পরীক্ষাকে নকলমুক্তকরণ হইতে শুরু করিয়া মাধ্যমিকে সেমিস্টার পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার এই যে প্রয়াস শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও রাজনৈতিক সরকারের, তাহা আমাদের গণজীবনে শিক্ষা সম্পর্কে নূতন চেতনার জন্ম দিক, উহাই আমাদের কাম্য।